78

তারিখ ... 19 MAR 1995 ... ..
পৃষ্ঠা ৮ . কলাম ২......

আজকের কাগজ

ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

আসন সংখ্যা কমানোর ফলে সৃষ্ট জটিলতায় এমএ ও সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি স্থগিত

শরীফুজ্জামান টিটু : ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে এমএ ১ম পর্বে ও সম্মান শ্রেণীতে আসন সংখ্যা কমানোর ফলে সৃষ্ট জটিলতার কারণে সকল বিভাগের ভর্তি স্থগিত রাখা হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র বিদ্যাপীঠ আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এই কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া আসন সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত অর্থাৎ পূর্বে প্রতিবছর সম্মান শ্রেণীতে প্রায় ১৫শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হতো। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া আসন সংখ্যা মাত্র ৫৩০ জন। একই অবস্থা এমএ ১ম পর্বের অর্থাৎ প্রতিবছর মাত্র দু'টি বিষয়ে এমএ ১ম পর্বে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হতো প্রায় এক হাজার সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১১টি বিষয়ে আসন সংখ্যা দেয়া হয়েছে মাত্র ৫৩০ টি কিন্তু ভর্তির জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পূর্ণ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এ অবস্থায় কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলো আমোকসু'র নেতৃত্বে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে জোর দাবি জানিয়ে আসছে। এ প্রেক্ষিতে গত ১১ মার্চ কলেজ শিক্ষক পরিষদ মিলনায়তনে শিক্ষক পরিষদ, আমোকসু নেতা ও ছাত্রঐক্যের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ একেএম শামছুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায়ও এর কোন সুরাহা হয়নি। সভায় ছাত্র নেতারা কলেজ প্রশাসনকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সীমিত আসন বাদ দিয়ে পূর্বের বছরগুলোতে যেহারে ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে সেহারে এ বছরেও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার জোর দাবি জানান। অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে বলে নেতারা জানিয়েছে। ছাত্র নেতারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, উক্ত সমস্যার সমাধান অবিলম্বে করতে হবে। সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত সকল বিভাগের ভর্তি স্থগিত রাখা হোক। কলেজ অধ্যক্ষ বলেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সচিবের দেয়া আসন সংখ্যার বাইরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব না। আনন্দ মোহন কলেজের ভর্তি সমস্যা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবক ও এলাকার সচেতন মহল খুবই উদ্বিগ্ন। এদিকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা আনন্দ মোহন কলেজের আসন সংখ্যা বাড়ানোর জোর দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষসহ আমোকসু নেতারা, ছাত্রঐক্য ও স্থানীয় সংসদ সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কলেজের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সমস্যা সম্বলিত এক স্মারকলিপি শিক্ষামন্ত্রী বরাবর পেশ করেছেন।